ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৪২৬

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনে ইসলামি মূল্যবোধের প্রভাব

*মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ

সারসংক্ষেপ: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বব্যাপী বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তিত্ব। ভারত উপমহাদেশের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন যখন দানা বেঁধে উঠেছিল তখন ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত টুঙ্গিপাড়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে তাঁর জন্ম। জীবনের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে বহু রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে প্রথমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও ভাষা আন্দোলনসহ মজলুম, অধিকার বঞ্চিত পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তাঁরই বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থানলাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে তিনি 'ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের' সংযোজনের ফলে কিছু লোক তাঁর ধর্মীয় মূল্যবোধ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। স্বাভাবিকভাবেই এ মহান ব্যক্তির ধর্মীয় মূল্যবোধ নিয়ে একটি গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। তিনি ব্যক্তি পর্যায়ে শৈশব থেকেই ইসলামি চিন্তা চেতনা ধারণ করতেন। পারিবারিকভাবেই ধর্মীয় মূল্যবোধে বেড়ে ওঠেন। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ইসলাম ও মুসলিম ধর্মবিশ্বাস বিকাশে ও যথাযথ লালনে তাঁর ছিল অবিস্মরণীয় অবদান। ইসলামের প্রচার প্রসারে ও খেদমতে তিনি বহুমাত্রিক কর্মসূচি হাতে নেন। তাঁর মধ্যে রাশিয়ায় প্রথম তাবলিগ জামাত প্রেরণের ব্যবস্থা, টঙ্গীতে তাবলিগের বিশ্ব ইজতেমা করার জন্য ও কাকরাইলের মারকাজ মসজিদের সম্প্রসারণের জন্য সরকারি জমি বরাদ্দ দেওয়া, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা, মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড পুনর্গঠন ও বাংলাদেশ সীরাত মজলিশ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে তাঁর জীবনে ইসলামি মূল্যবোধের প্রভাব আলোচিত হয়েছে।

১. ভূমিকা

ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন যখন বেশ দানা বেঁধে উঠেছে, এদেশের বাঙালি সমাজের মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কোনো না কোনোভাবে সে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। দেশের এই সংক্ষুব্ধ পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কৈশোর জীবনে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করেন স্কুল পরিদর্শনে আসা শেরে বাংলা এ কে এম ফজলুল হককে সংবর্ধনা দেওয়ার মাধ্যমে।[১] তিনি রাজনৈতিক দীক্ষা গ্রহণ করেন মিশন স্কুলে অধ্যয়নকালে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নিকট থেকে।[২] ১৯৩৯ সালে প্রথম কারাবরণ করেন।[৩] ১৯৪০ সালে তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন।[৪] ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৫৮-এর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-এর ছয় দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচনসহ অধিকাংশ আন্দোলন সংগ্রামে তিনি এ জাতির নেতৃত্ব দেন। বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ে আজীবন সংগ্রাম করেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে পুনর্গঠনের জন্য সময় পান মাত্র সাড়ে তিন বছর। তিনি তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশ গঠনে অবদান রাখেন। ব্যক্তিজীবনে পারিবারিকভাবে তিনি

* পিএইচডি গবেষক (ইউজিসি ফেলো), ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সহকারী অধ্যাপক ও বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

ধর্মীয় মূল্যবোধ নিয়ে বড়ো হন। ইসলামের মৌলিক বিধানাবলি তিনি মেনে চলতেন। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর তিনি ইসলামের খেদমতে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এ সকল উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর ইসলামি চেতনা ও ভাবধারার প্রকাশ পায়।

২. গবেষণা পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনে ইসলামি মূল্যবোধের প্রভাব' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে প্রধানত ঐতিহাসিক পর্যালোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি হলো লিখিত বা মুদ্রিত বিভিন্ন উপকরণ থেকে তথ্যসংগ্রহ করে ও পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বা সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সবিস্তর জানা। উৎসগত শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী প্রবন্ধটিতে যে সকল তথ্য উপাত্ত তা মূলত দুই ধরনের। এর একটি হচ্ছে প্রাথমিক তথ্য উপাত্ত; যা বঙ্গবন্ধুর জীবনে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার দলিল, প্রামাণ্য বস্তু-সামগ্রী, সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা এবং অডিও ভিডিও প্রাথমিক উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সহায়ক উপকরণ; যা প্রবন্ধটিতে সংশ্লিষ্ট বইপত্র, গবেষণাকর্ম, জার্নাল, পুস্তক আকারে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত বিভিন্ন বই, সাময়িকী, বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি। একটি দেশের নাগরিক হিসেবে সেই দেশের স্থপতি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস এর ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ এ মুসলিম দেশে জাতির জনকের জীবনে ইসলামি মূল্যবোধ কেমন ছিল সেই ইতিহাস জানা খুবই জরুরী। 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবনে ইসলামি মূল্যবোধের প্রভাব' শীর্ষক প্রবন্ধটির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর ধর্মভাবনা এবং ধর্মের বিকাশে তাঁর নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ধর্মের ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব তুলে ধরা হয়েছে। যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মীয় চেতনা বিকাশের জন্য নিয়ামক শক্তি হিসেবে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছে সে সকল সিদ্ধান্তের স্বরূপ জানা ও জানানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

৩. বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ ঢাকা শহর থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে ফরিদপুর জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতার নাম সায়রা খাতুন। তাঁর পিতা ছিলেন সিভিল কোর্টের একজন সেরেস্তাদার।[৫] তার পূর্বপুরুষ ছিলেন দরবেশ শেখ আউয়াল।[৬] তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য বঙ্গীয় এলাকায় আগমন করেন।[৭] শিক্ষাজীবনের সূচনা হয় ১৯২৭ সালে গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তিনি ১৪ বছর বয়সে সপ্তম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে ১৯৩৪ সালে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়ে হার্ট দুর্বল হয়ে পড়ে এবং গ্লুকুমা রোগে আক্রান্ত হন। তিন বছর স্কুলে না গিয়ে ১৭ বছর বয়সে ১৯৩৭ সালে পুনরায় স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৩৮ সালে ১৮ বছর বয়সে ৮ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত চাচাতো বোন শেখ ফজিলাতুন্নেছা রেনুর সাথে তাঁর বিবাহ হয়।[৮] ১৯৪২ সালে গোপালগঞ্জ মিশন হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে কলা বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৪ সালে 'ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট এ্যাসোসিয়েশন'

এর সেক্রেটারি ছিলেন।[৯] ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ফরিদপুর জেলায় মুসলিম লীগের নির্বাচনি কাজ চালানোর পুরো দায়িত্ব পালন করেন।[১০] এ বছরেই তিনি ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রসংসদ নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে ইসলামিয়া কলেজ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৯ সালে পূর্ব বাংলার খাদ্য ঘাটতির ফলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সাথে তিনিও প্রতিবাদ আন্দোলনে 'ভুখা মিছিলে'র নেতৃত্ব দেন। সরকার ক্ষেপে গিয়ে উভয় নেতাকে কারারুদ্ধ করেন।[১১] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি দাওয়া আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। তমদ্দুন মজলিশ ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নেতৃত্বে সূচিত ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন চলাকালে কারারুদ্ধ অবস্থায় রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবিতে অনশন ধর্মঘট করেন এবং শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ায় ২৭শে ফেব্রুয়ারি মুক্ত হন। এর কিছুদিন পরেই প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালে ২৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে এক সভায় মওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ সভাপতি এবং তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনে তিনি ঐতিহাসিক ৬-দফা দাবি উত্থাপন করেন। ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তাঁকে রেসকোর্স ময়দানে সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং সেখানে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির মুক্তির সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অনবদ্য ভূমিকা পালন করে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে সেনাবাহিনীর একদল অফিসারের অভ্যুত্থানে তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ তিনি শাহাদতবরণ করেন।[১২]

৪. বঙ্গবন্ধুর জীবনে ইসলামি মূল্যবোধের বিকাশ

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শৈশব থেকেই ইসলামী নীতি ও আদর্শের চেতনায় লালিত পালিত হন। যৌবনে মানবিক সেই মূল্যবোধ তিনি ধারণ করেই দেশ, জাতি ও মানুষের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেন। ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে তিনি কখনো পিছপা হননি।[১৩] তিনি ইসলামের খেদমতে অসংখ্য অবদান রেখেছেন। ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশে তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবদান আলোচনা করা হলো:

৪.১.১ বংশীয়ভাবে ইসলামি ঐতিহ্যের ধারা

বঙ্গবন্ধুর নামের প্রথম 'শেখ' শব্দটি রয়েছে। আরবি ভাষায় বড়ো আলেমদের 'শেখ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[১৪] তাঁর পূর্বপুরুষ 'শেখ বোরহান উদ্দিন' একজন বড়ো আলেম

ছিলেন। তাঁর থেকে এ 'শেখ' বংশের সূচনা হয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বলেন,

> আমার জন্ম হয় এই টুঙ্গিপাড়া শেখ বংশে। শেখ বোরহান উদ্দিন নামে এক ধার্মিক পুরুষ এই বংশের গোড়াপত্তন করেছেন বহুদিন পূর্বে। ... শেখ বোরহান উদ্দিন কোথা থেকে কিভাবে এই মধুমতীর তীরে এসে বসবাস করেছিলেন কেউই তা বলতে পারে না। আমাদের বাড়ির দালানগুলির বয়স দুইশত বৎসরেরও বেশি হবে।[১৫]

তাঁর জন্মের পর নানা শেখ আবদুল মজিদ কুরআনুল কারিমের সুরা হুদ এর একটি আয়াত থেকে তাঁর নাম বাছাই করেন। আয়াতটির বাংলা অর্থ হলো, "তিনি তোমাদেরকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাতেই তিনি তোমাদেরকে বসবাস করাইয়াছেন। সুতরাং তোমরা তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর আর তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক নিকটে, তিনি আহ্বানে সাড়া দেন।"[১৬] মুজিবুর রহমান (مجيب الرحمان) অর্থ : রাহমানের (আল্লাহর) ডাকে সাড়াদানকারী। নাম রাখার সময় নানা বললেন : 'মা সায়রা, তোর ছেলের নাম এমন রাখলাম, যে নাম জগৎ জোড়া খ্যাত হবে।'[১৭] এ থেকে অনুধাবন করা যায় বংশানুক্রমিক ধারায় ইসলামি ঐতিহ্য ধারণ করেই তিনি বেড়ে উঠেন।

৪.১.২ শৈশবে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাজীবন শুরু হয় পারিবারিক পরিবেশে পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মাতা সায়রা খাতুনের তত্ত্বাবধানে। তাঁর মা ছিলেন খুব ধর্মভীরু। তিনি প্রথম ছেলে সন্তান হওয়ার কারণে মা তাঁকে খুব আদর করতেন। তিনি নিজেও মায়ের খুব ভক্ত ছিলেন। মা তাঁর ছেলে মেয়েদের জীবনের শুরুতেই ধর্মীয় শিক্ষা দিয়েছিলেন।[১৮] তিনি আদরের পুত্র খোকার (বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক নাম) জন্য বাড়িতে তিনজন শিক্ষক রেখেছিলেন। একজন ইসলাম ধর্ম শিক্ষার জন্য মৌলভি সাহেব, দ্বিতীয়জন সাধারণ শিক্ষার জন্য পণ্ডিত সাখাওয়াত উল্লাহ পাটোয়ারী, তৃতীয়জন কাজী আবদুল হামিদ। বঙ্গবন্ধু মৌলভি সাহেবের কাছে আমপারা আর পণ্ডিত সাখাওয়াত উল্লাহর কাছে বাংলা বর্ণমালা ও নামতা পড়তেন এবং কাজী আবদুল হামিদের কাছে পড়তেন কবিতা-গল্প ইত্যাদি।[১৯] অর্থাৎ বাল্যকালে ধর্মীয় শিক্ষা তিনি পারিবারিকভাবেই পান।

৪.১.৩ ইবাদত-উপাসনা পালনে বঙ্গবন্ধু

ধর্মের ঐশী বাণী থেকেই মৌলিক ধর্ম সঠিকভাবে জানা যায়। বঙ্গবন্ধু সরাসরি ঐশী বাণী মহাগ্রন্থ আল-কোরআন অর্থসহ পাঠ করতেন এবং ধর্মের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেন, "আমি কোরআন তেলাওয়াত করতাম রোজ। কোরআন শরিফের বাংলা তরজমাও কয়েক খণ্ড ছিল আমার কাছে। ঢাকা জেলে শামসুল হক সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে মওলানা মোহাম্মদ আলীর ইংরেজি তরজমাও পড়েছি।"[২০] এর মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক জ্ঞানার্জন করে ধর্মীয় বিধিবিধান পালনে তিনি অনুপ্রাণিত হন। নামাজ ইসলামে বাধ্যতামূলক উপাসনা বা ইবাদত। আর তাই তিনি নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি বলেন, ''মাওলানা সাহেবের সাথে আমরা তিনজনই

নামাজ পড়তাম। মাওলানা সাহেব মাগরিবের নামাজের পরে কোরআন মজিদের অর্থ করে আমাদের বোঝাতেন। রোজই এটা আমাদের জন্য বাঁধা নিয়ম ছিল।"[২১] আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের উপর রমজান মাসে রোজা রাখা ফরজ করেছেন। আল-কোরআনের বাণী, "হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করে দেওয়া হয়েছে, যেমন তোমাদের আগের নবীগণের উম্মতের উপর ফরজ করা হয়েছিল। এর ফলে আশা করা যায়, তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ পয়দা হবে।"[২২]

তিনি আল্লাহ তায়ালার ফরজ ইবাদত রোজা নিয়মিত পালন করতেন। তিনি বলেন, "একদিন আমি আওয়ামী লীগ অফিসে ইফতার করছিলাম। ঢাকায় রোজার সময় জেলের বাইরে থাকলে আমি আওয়ামী লীগ অফিসেই কর্মীদের নিয়ে ইফতার করে থাকতাম।"[২৩] ইসলামের মৌলিক পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে ইমানের পরই সালাত ও সাওমের স্থান। আর তিনি একজন মহান আল্লাহর আনুগত্যপ্রিয় বান্দা হয়ে এ আবশ্যকীয় ইবাদত পালন করতেন। এর মাধ্যমে তাঁর ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার প্রকৃতি ফুটে ওঠে।

৪.২ মুসলিম সেবা সমিতি গঠন

১৯৩৭ সালে বঙ্গবন্ধুকে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ভর্তি করানো হয়। গৃহশিক্ষক কাজী আবদুল হামিদ এমএসসি মাস্টার সাহেব গোপালগঞ্জে একটা 'মুসলিম সেবা সমিতি' গঠন করেন, যার দ্বারা গরিব ছেলেদের সাহায্য করতেন। সকল মুসলমান বাড়ি থেকে মুষ্টি ভিক্ষার চাল উঠাতেন। প্রতি রবিবার বঙ্গবন্ধু নিজে থলি নিয়ে বাড়ি বাড়ি থেকে চাউল উঠাতেন এবং চাউল বিক্রি করে গরিব ছেলেদের বই এবং পরীক্ষার ও অন্যান্য খরচ দিতেন। হঠাৎ মাস্টার সাহেব যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তখন বঙ্গবন্ধু 'মুসলিম সেবা সমিতি'র সম্পাদকের দায়িত্ব নিলেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেন, "যদি কোনো মুসলমান চাউল না দিত আমার দলবল নিয়ে তার উপর জোর করতাম। দরকার হলে তার বাড়িতে রাতে ইট মারা হতো। এজন্য আমার আব্বার কাছে অনেক সময় শাস্তি পেতে হতো। আমার আব্বা আমাকে বাধা দিতেন না।"[২৪] কিশোর বয়স থেকে অসহায়কে সাহায্য করার যে গভীর অনুভূতি তৈরি হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর তা আমাদের মহানবির 'হিলফুল ফুজুল' গঠনের সাথে তুলনা করা যায়। [২৫] কারণ রাসুল (সা.)ও তাঁর নবুয়াত লাভের পূর্বে মানবতার কল্যাণে কাজ করেছিলেন সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক চেতনায়।

৪.৩ মুসলমানদের বাঁচানোর তাগিদ অনুভব ও অন্যায়ের প্রতিবাদ

বঙ্গবন্ধুর ভেতরে মুসলমানদের বাঁচানোর এক সুতীব্র অনুভূতি দানা বেঁধেছিল রাজনৈতিক জীবন শুরুর প্রারম্ভেই এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই তখন তিনি ভেবেছিলেন বাঙালি মুসলমানদের সফলতা। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি বলেন, "তখন রাজনীতি শুরু করেছি ভীষণভাবে। সভা করি, বক্তৃতা করি। খেলার দিকে আর নজর নাই। শুধু মুসলিম লীগ, আর ছাত্রলীগ। পাকিস্তান আনতেই হবে, নতুবা মুসলমানদের বাঁচার উপায় নাই। খবরের কাগজ 'আজাদ', যা লেখে তাই সত্য বলে মনে হয়।" [২৬] তিনি আরো বলেন, "১৯৪২ সালে আমি ফরিদপুর যেয়ে ছাত্রদের দলাদলি শেষ করে ফেলতে সক্ষম হলাম এবং পাকিস্তানের জন্যই

যে আমাদের সংগ্রাম করা দরকার এ কথা তারা স্বীকার করলেন। তখন মোহন মিয়া সাহেব ও সালাম খান সাহেব জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন।"[২৭]

স্কুল জীবনেও বন্ধু অন্যায়ভাবে নির্যাতনের শিকার হওয়ায় তিনি শৈশবে তার প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায় তিনি বলেন,

> বঙ্গবন্ধু যখন ১৯৪১ সালে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতি নেন, তখন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। ওই সময় একজন মুসলমান ছাত্র অন্যায়ভাবে মারপিটের শিকার হয়। বঙ্গবন্ধু তখন স্কুলের শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কাছে বিষয়টির মীমাংসা চান। শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অন্যান্যের সহায়তা নিয়ে বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে মিটমাট করেন। বঙ্গবন্ধু ওই শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেন। ওই স্কুলে আর কখনো এ ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

ইসলামে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা ইমানের দাবি। হাদিসে শক্তি থাকলে হাতে, না হয় মৌখিক প্রতিবাদ, অন্যথায় অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতে বলা হয়েছে।[২৮] ইসলামের এ মৌলিক শিক্ষা তিনি তাঁর জীবনে বর্মের মতো গ্রহণ করেছিলেন। হয়ত শৈশবের ধর্মীয় শিক্ষার ভিত্তি থেকেই তাঁর এ মানসিক শক্তি ও মনোবল তৈরি হয়েছিল।

৪.৪ ধর্মীয় ব্যাপারে উদারতা

ধর্মে ভিন্ন মতাবলম্বীদের হত্যা করার কোনো নিয়ম নেই। খাজা নাজিমউদ্দীনের আমলে আহমদিয়া বা কাদিয়ানি বিরোধী আন্দোলন থেকে পাঞ্জাবে এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার লোক মারা যায়। এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গি ও উদারভাবে ধর্মকে ব্যাখ্যা করার দক্ষতা প্রমাণ করে ইসলামের গভীর জ্ঞান তাঁর ছিল এবং ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি অনেক উদার ছিলেন। তিনি বলেন,

> কাদিয়ানিরা মুসলমান না– এটাই হল এই সকল আলেমদের প্রচার। আমার এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ধারণা নাই। তবে একমত না হওয়ার জন্য যে অন্যকে হত্যা করা হবে, এটা যে ইসলাম পছন্দ করে না এবং একে অন্যায় মনে করা হয়- এটুকু ধারণা আমার আছে। ... এমনকি বিধর্মীর উপরও অন্যায়ভাবে অত্যাচার করা ইসলামে কড়াভাবে নিষেধ করা আছে।[২৯]

তাঁর চেতনায় ইসলামের সঠিক প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। সত্যিকারভাবে ইসলামে অন্যায়ভাবে হত্যাকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

৪.৫ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি

বঙ্গবন্ধু শিক্ষকদের সীমাহীন শ্রদ্ধা করতেন। 'স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকার সময়ও অধ্যাপক সাইদুর রহমানের পায়ে হাত দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে দেখেছি।'[৩০]

তিনি আলেম-উলামাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে খুব সম্মান করতেন। তিনি পূর্ব বাংলার বিখ্যাত আলেম, যিনি 'সদর সাহেব হুজুর' নামে পরিচিত, আল্লামা সামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) সম্পর্কে লিখেন, "গোপালগঞ্জে আমার নিজের ইউনিয়নে পূর্ব বাংলার এক বিখ্যাত আলেম

মওলানা শামসুল হক সাহেব জন্মগ্রহণ করেছেন। আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে খুবই শ্রদ্ধা করতাম। তিনি ধর্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন।"[৩১]

১৯৪৩ সালে মন্বন্তরের সময় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ওই সময় দুর্ভিক্ষের অবস্থা, বেকার হোস্টেলের ছাত্রদের সহায়তা এবং কলেজের শিক্ষক সাইদুর রহমান, আই এইচ জুবেরী, নারায়ণ বাবুসহ অধ্যাপকদের সহমর্মিতা সম্পর্কে জানা যায় বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীতে। তিনি লিখেছেন,

> এই সময় শহীদ সাহেব লঙ্গরখানা খোলার হুকুম দিলেন। আমিও লেখাপড়া ছেড়ে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। অনেকগুলি লঙ্গরখানা খুললাম। দিনে একবার করে খাবার দিতাম। মুসলিম লীগ অফিসে, কলকাতা মাদ্রাসা এবং আরও অনেক জায়গায় লঙ্গরখানা খুললাম। দিনভর কাজ করতাম, আর রাতে কোনো দিন বেকার হোস্টেলে ফিরে আসতাম, কোনো দিন লীগ অফিসের টেবিলে শুয়ে থাকতাম।[৩২]

নিরন্নকে অন্নদান, অসহায়কে সাহায্য প্রদান- এসব মানবীয় গুণাবলি ইসলামের অনবদ্য শিক্ষা; যা বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিজীবনে আমরা দেখতে পাই।

৪.৬ জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা

তিনি জন্মভূমির মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য এদেশকে, এদেশের মানুষকে ভালোবেসেছিলেন। আর দেশকে ভালোবাসা ইসলামের একটি ইবাদত। এটিকে ইমানের অঙ্গ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, "মুসলিম লীগ ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করলেও জনগণের প্রয়োজন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি। ...স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বাংলাদেশের পবিত্র মাটিতে যেতে হবে।"[৩৩] মূলত তিনি এ দেশের প্রতি ভালোবাসার কারণেই ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের চেয়ে অর্থনৈতিক মুক্তির প্রতি বেশি নজর দিয়েছেন। শুধু স্বার্থ হাসিলকারীরাই ধর্মকে রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়ার জন্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। জন্মভূমির প্রতি সীমাহীন ভালোবাসার শক্তিই তাঁকে নৈতিক বলে বলীয়ান করে নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক করে তুলেছে।

৪.৭ মুসলিম হিসেবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন

বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন শেষে বিমানবন্দর থেকে লাখো মানুষের গগনবিদারী জয় বাংলা শ্লোগানের মধ্য দিয়ে একটি খোলা ট্রাকে রেসকোর্স ময়দানে এসে হাজির হলেন। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে তিনি এখানে তাঁর বক্তব্যে ইন্দোনেশিয়ার পরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করলেন। একই বক্তৃতায় তিনি আবার রাষ্ট্রীয় চার স্তম্ভের মধ্যে একটি ধর্মনিরপেক্ষতার কথাও বলেন।[৩৪] ধর্মনিরপেক্ষতাকে তিনি ধর্মহীনতা হিসেবে দেখেননি।[৩৫] আসলে তিনি প্রগতিশীল চেতনার পাশাপাশি ইসলামি চেতনাও মনোজগতে ধারণ করার এটা একটি প্রমাণ বহন করে। আবার ১৯৭২ সালে সৌদি আরবে মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশের নেতৃত্বে ছয় সহস্রাধিক বাংলাদেশি মুসলমানকে হজ পালনে প্রেরণ করা হয়।

বাংলাদেশে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস বিপন্ন, পাকিস্তানিদের এমন প্রচারণার জবাবে মুসলিম বিশ্বের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, "কেবল ইন্দোনেশিয়ার পরেই বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র।" তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তিনি আরো বলেন, "ইসলামের নামে এ দেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুসলমানদের মেরেছে, অসম্মান করেছে নারীদের। আমি ইসলামকে অসম্মান করতে দিতে চাই না।" তিনি তদন্তের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল গঠন এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে চালানো গণহত্যার পরিসর নির্ধারণের আহ্বানও জানান জাতিসংঘকে। তাঁর বক্তব্যে মুসলমান হত্যাকে ইসলামের প্রতি অসম্মান হিসেবে বিবেচনা করা নয়, বরং ইসলামের প্রতি গভীর অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

৫. জালিমদের বিরুদ্ধে মজলুমদের সংগ্রামে নেতৃত্বদান

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি জালিমদের বিরুদ্ধে বাঙালি মজলুমদের সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধু এ সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। এটি ছিল ইসলামেরই খেদমত। ইসলাম জিহাদ হিসেবে উল্লেখ করেছে জালিমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাকে। জালিম যদি মুসলিমও হয়, তার বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ আল-কোরআনে রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যদি ঈমানদারদের দুদল একে অপরের সাথে লড়াই করে তাদের মধ্যে আপস করিয়ে দাও। এরপর যদি একদল অপর দলের সাথে বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দল বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই কর; যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে।"[৩৬] হাদিসে এসেছে, "জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, তোমরা জুলুম করা থেকে দূরে থাক। কেননা জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকারাচ্ছন্ন ধোঁয়ায় পরিণত হবে।"[৩৭] বছরের পর বছর বাঙালিদের বঞ্চিত করা হয়েছে। এ জুলুম অত্যাচার আর বঞ্চনার নিগড় থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি কষ্ট স্বীকার করে সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষার ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা দানের মাধ্যমে মুক্তি দিয়েছেন এ জাতিকে। ধর্মীয় অনুপ্রেরণাও এখানে ছিল।

৬. ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গি

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পূর্বে বঙ্গবন্ধু বেতারে ভাষণ দেন। ঐ ভাষণে তিনি একটি চমৎকার বিষয়ের অবতারণা করেন। তিনি নামসর্বস্ব বা অনুষ্ঠানসর্বস্ব মুসলিম না হয়ে সত্যিকারের মুসলিম এবং ইসলামের পক্ষে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন,

> আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে, আমরা ইসলামে বিশ্বাসী নই, একথার জবাবে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য আমরা লেবাসসর্বস্ব ইসলামে বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম হজরত রাসুলে করিম (সা.) এর ইসলাম। যে ইসলাম জগৎবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র।[৩৮]

১৯৭২ সালের ৪ অক্টোবর খসড়া সংবিধানের আলোচনার জন্য যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সে অধিবেশনে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা নয় বলে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার স্ব স্ব অধিকার অব্যাহত থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মচর্চা বন্ধ করতে চাই না এবং তা

করবোও না। মুসলমানরা তাদের ধর্ম-কর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা রাষ্ট্রের কারো নেই।"[৩৯] এ অনবদ্য ঘোষণার মাধ্যমে তাঁর ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ ঘটে।

৭. ইসলাম প্রচার ও প্রসারে বঙ্গবন্ধুর অবদান

আল্লাহ তায়ালা ইসলামের বাণী প্রচার ও প্রসারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাণী প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, "হে রাসুল! যা কিছু আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার উপর নাজিল করা হয়েছে তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিন। যদি তা না করেন তাহলে তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলেন না।"[৪০] ইসলাম প্রচারের মহান ব্রত নিয়ে তাবলিগে দিনের জন্য উপমহাদেশে 'তাবলিগ জামায়াত' নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯২৫ সালে।[৪১] তখন রাশিয়া তথা সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি কমিউনিস্ট দেশ ছিল। সেখানে তাবলিগ জামাত প্রবেশের অনুমতি ছিল না। স্বাধীনতা যুদ্ধে রাশিয়া বাংলাদেশকে সহযোগিতা করে, ফলে বঙ্গবন্ধুর সাথে তাদের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ সুযোগে তিনি রাশিয়ায় ইসলাম প্রচারের জন্য প্রথম তাবলিগ জামাত প্রেরণ করেন। যা আজও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশে অব্যাহত আছে।[৪২] ইসলামের প্রচার প্রসারে বঙ্গবন্ধুর এটি অনেক বড় অবদান। আবার প্রতি বছর ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে তাবলিগ জামায়তের বার্ষিক সম্মেলন 'বিশ্ব ইজতেমা' অনুষ্ঠিত হয়। এতে হাজার হাজার লোক একত্রিত হয়। ইসলামি দাওয়াতের কাজ যাতে সুন্দরভাবে পরিচালিত হতে পারে সেজন্য বঙ্গবন্ধু টঙ্গীতে সুবিশাল জায়গা বরাদ্দ করেন।[৪৩] দিনি দাওয়াত সম্প্রসারণের জন্য তাবলিগ জামায়তের ঢাকার কাকরাইলের কেন্দ্রীয় মসজিদটি খুবই অপ্রশস্ত ছিল। বঙ্গবন্ধু এ মসজিদের সম্প্রসারণের জন্য নির্দেশ দিয়ে জমি বরাদ্দ করেন।[৪৪]

পাকিস্তান আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড স্বায়ত্তশাসিত ছিল না। ইসলামি শিক্ষা সম্প্রসারণ ও ইসলামি আকীদাভিত্তিক জীবন গঠনের জন্য বঙ্গবন্ধু মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে এর পুনর্গঠন করেন। নতুন নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড।'[৪৫]

হজ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "মানুষের উপর আল্লাহর এ অধিকার আছে, যে এ ঘরে পৌঁছার ক্ষমতা রাখে সে যেন হজ করে।"[৪৬] পাকিস্তান আমলে হজ যাত্রীদের জন্য সরকারি কোনো অনুদান দেওয়া হতো না। বঙ্গবন্ধুই প্রথম হজ যাত্রীদের জন্য সরকারি তহবিল থেকে অনুদানের ব্যবস্থা করেন।[৪৭] শুধু তাই নয় বাংলাদেশের হাজিগণ স্বল্প খরচে সমুদ্রপথে যাতে হজ করতে পারেন সে জন্য তিনি 'হিজবুল বাহার' নামে একটি জাহাজ ক্রয় করেন।[৪৮]

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর হাক্কানি[৪৯] আলেম উলামাদের সংগঠিত করে মহানবী (সা.) এর জীবন ও কর্ম জনগণের মাঝে তুলে ধরার জন্য বঙ্গবন্ধু 'বাংলাদেশ সীরাত মজলিশ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে মাহে রবিউল আউয়ালে বায়তুল মোকার্‌রম মসজিদ চত্বরে রাসুল (সা.) এর জীবনীর উপর বৃহত্তর আঙ্গিকে জাতীয়ভাবে ওয়াজ মহফিলের আয়োজন করা হয়।[৫০] সরকারপ্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

এ মহফিলের উদ্বোধন করেন।[৫১] বেতার ও টিভিতে কোরআন তেলাওয়াত ও তাফসির প্রচারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং সর্বপ্রথম বেতার ও টিভিতে সকালের সূচনা এবং দিবসের কর্মসূচি তিলাওয়াতের মাধ্যমে সমাপ্ত করার নির্দেশ প্রদান করেন।[৫২]

বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বক্তৃতা শেষে সম্মিলিতভাবে মোনাজাত করেন। এ মোনাজাত স্বাধীনতা ও তাঁর নিরাপদে দেশে ফেরার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মুনাজাত। সৃষ্টিকর্তার কাছে তিনি ধন্যবাদ জানানোর জন্য এ মোনাজাত করেছিলেন। এতে তাঁর ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ ঘটে।

পাকিস্তান আমলে ইসলামি দিবসসমূহে সরকারি ছুটির ব্যবস্থা ছিল না। বঙ্গবন্ধুই সর্বপ্রথম ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.), শবে কদর, শবে বরাত উপলক্ষে সরকারি ছুটির ব্যবস্থা করেন। যথাযোগ্য মর্যাদায় ধর্মীয় দিবসসমূহ পালনের উদ্দেশ্যে সিনেমা হলে চলচ্চিত্র প্রদর্শন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন।[৫৩]

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (OIC) এর অধিবেশনে যোগ দিয়ে ইসলাম ও বাংলাদেশ সম্পর্কে মুসলিম নেতৃবৃন্দের সামনে যে বক্তব্য প্রদান করেন, তাতে আরব বিশ্বসহ মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়।[৫৪]

ইসলামে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা বৈধ হলেও পাকিস্তান আমলে রেসকোর্স ময়দানে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার নামে জুয়া, হাউজি ও বাজি ধরার প্রতিযোগিতা চলত। বঙ্গবন্ধু এটি বন্ধ করে সেখানে গাছ লাগানের ব্যবস্থা করেন। কারণ মহানবী (সা.) বলেন, "আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, যদি কোনো মুসলিম কোনো গাছ রোপণ করে অথবা খেতে ফসল বোনে আর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ প্রাণী খায়, তবে তা তার জন্য সাদকা হিসেব গণ্য হবে।"[৫৫] তিনি বৃক্ষরোপণ করে এ মাঠের নামকরণ করেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।[৫৬] ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে বঙ্গবন্ধু আরব বিশ্বের পক্ষ সমর্থন করেন এবং সর্বোচ্চ সহযোগিতা করেন। তিনি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমর্থনে ১ লক্ষ পাউন্ড চা, ২৮ সদস্যের মেডিকেল টিমসহ একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী প্রেরণ করেন।[৫৭] এ সমস্ত মৌলিক কার্যাবলির মাধ্যমে তাঁর ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রকাশ পায়। ধর্মের প্রতি কতটা গভীর অনুরাগ থাকলে সাংবিধানিক কাঠামোর বাহিরে এসে তিনি ধর্মীয় চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

৭.১ মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধকরণ এবং শাস্তির বিধান

আল্লাহ তায়ালা মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপকে হারাম করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, "হে ঐসব লোক, যারা ইমান এনেছ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, পূজার বেদি ও কিসমত তালাশ করার তির নাপাক শয়তানি কাজ। এসব থেকে দূরে থাক, যাতে তোমরা সফল হতে পার। অবশ্যই শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে দুশমনি ও হিংসার জন্ম দিতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর জিকির ও নামাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে চায়। অতএব তোমরা কি এসব থেকে বিরত থাকবে?"[৫৮] আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, "জিনার ধারে কাছেও তোমরা যেও না। নিশ্চয়ই তা বেহায়াপনা ও বড়োই মন্দ

পথ।''[৫৯] সুতরাং বলা যায় বঙ্গবন্ধুর ধ্যান ধারণায় ধর্মীয় চেতনা জাগরুক ছিল। ইসলামের নামে পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসনামলে অবাধে মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ চলত। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশে মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে শাস্তির বিধান করেন।[৬০] এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জীবনে ইসলামি মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটে।

৭.২ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা

ইসলাম আল্লাহ তায়ালার মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের উপর চলার জন্য জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন। ইসলামের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী সঠিকভাবে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান বাহিনীর সাথে আঁতাতের অভিযোগে নিষিদ্ধ হওয়া ইসলামিক একাডেমি পুনরায় চালু করেন। ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ নামকরণ করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন।[৬১] কোরআন ও সুন্নাহর প্রচার ও প্রসার কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে[৬২] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান এক অধ্যাদেশ জারি করে এই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন।[৬৩] ইসলামি আদর্শের যথাযথ প্রকাশ তথা ইসলামের উদার মানবতাবাদী চেতনা বিকাশের লক্ষ্যে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা ছিল বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী চিন্তার ফসল।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অ্যাক্টে প্রতিষ্ঠার যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় তা হচ্ছে–

ক. মসজিদ ও ইসলামি কেন্দ্র, একাডেমি ও ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা ও রক্ষাণাবেক্ষণ করা।

খ. মসজিদ ও ইসলামি কেন্দ্র, একাডেমি ও ইনস্টিটিউট এবং সমাজ সেবায় নিবেদিত সংগঠনসমূহকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া।

গ. সংস্কৃতি, চিন্তা, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদানের উপর গবেষণা পরিচালনা।

ঘ. ইসলামের মৌলিক আদর্শ বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি প্রচার করা ও প্রচারের কাজে সহায়তা করা এবং সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামি মূল্যবোধ ও নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের সুপারিশ করা।

ঙ. ইসলামি মূল্যবোধ ও নীতিমালা জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, ইসলামি সাহিত্য সুলভে প্রকাশ করা এবং সেগুলোর সুলভ প্রকাশনা ও বিলিবণ্টনকে উৎসাহিত করা।

চ. ইসলাম ও ইসলামের বিষয় সম্পর্কিত বই পুস্তক, সাময়িকী ও প্রচার পুস্তিকার অনুবাদ করা, সংকলন করা ও প্রকাশ করা।

ছ. ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদির উপর সম্মেলন, বক্তৃতামালা, বিতর্ক ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা।

জ. ইসলামবিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন করা।

ঝ. ইসলাম সম্পর্কিত প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া, প্রকল্প গ্রহণ করা কিংবা তাতে সহায়তা করা।

ঞ. ইসলামবিষয়ক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করা।

ট. বায়তুল মোকাররম মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নতি সাধন করা।

ঠ. উপরিউক্ত কার্যাবলির যে কোনোটির ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদনা করা।[৬৪]

৮. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শিক্ষা আসলে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যারা দ্বিনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার ও ইনসাফ করতে আল্লাহ নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে পছন্দ করেন"।[৬৫] ভিন্ন ধর্মের মানুষদের সাথে মুহাম্মদ (সা.) সহানুভূতিশীল ব্যবহার করতেন এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। ভিন্ন ধর্মের কোনো প্রতিবেশী অসুস্থ হলে তিনি তাদের দেখতে যেতেন এবং তার মাথার কাছে যেয়ে বসতেন।[৬৬] সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "যখন বিশ্বের অর্ধেক জুড়ে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল, মুসলিম শাসক ও গভর্নরগণ মুসলিম সমাজের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তাদের ধর্ম অনুযায়ী উপাসনা করার পূর্ণ অধিকার প্রদান করেছিলেন।"[৬৭] খলিফা উমর (রা.) সফল ধর্মের মানুষকে সহানুভূতির চোখে দেখতেন। সংখ্যালঘুরা জিজিয়া কর দিয়ে নিরাপত্তা লাভ করতেন। খলিফা যদি তাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হতেন তবে তাদের কর ফেরত দিতেন। যুদ্ধের শুরুতে উপাসনালয়, গির্জা, শিশু, বৃদ্ধা ইত্যাদির উপর আক্রমণ করতে নিষেধ করতেন।[৬৮] স্বাধীনতা উত্তরকালে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন করেন। তখন এদেশের জনগণের শতকরা ৮৬.৬০ ভাগ মুসলমান, ১২.১ ভাগ হিন্দু, ০.৬ ভাগ বৌদ্ধ এবং ০.৩ ভাগ খ্রিস্টান ও অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায় বসবাস করত।[৬৯] বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে সংবিধানে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সব শ্রেণির নাগরিকের জন্য সমঅধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছেন।[৭০] কারণ একটা রাষ্ট্রে বহু ধর্মের লোক থাকবে কিন্তু রাষ্ট্রতো সকলের। রাষ্ট্রদর্শনের এ সহজপাঠ তিনি ধর্মের মৌলিক শিক্ষার মতো অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। যেমন রাসুল (সা.) মদিনা সনদে দেখিয়েছিলেন।[৭১]

৯. বঙ্গবন্ধুর ভাষণসমূহে ইসলামি ভাবধারা

বঙ্গবন্ধুর অসংখ্য স্মরণীয় ভাষণ রয়েছে। এ ভাষণসমূহের মধ্যে আমরা ইসলামি ভাবধারা পরিলক্ষিত হতে দেখি। কয়েকটি ভাষণের উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হলো:

ক. ১৯৭০ সালের নভেম্বরে বেতার ভাষণে বলেন, "ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান, মুসলমান ধর্ম পালন করবে। হিন্দু, হিন্দুর ধর্ম পালন করবে। খ্রিস্টান, খ্রিস্টানের ধর্ম পালন করবে। কেউ কাউকে বাধা দেয়া উচিত না, দিতে পারবে না।"[৭২]

খ. ৭ মার্চ ১৯৭১: "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ।"[৭৩] কোনো কাজের সংকল্প করে 'ইনশাল্লাহ'[৭৪] বলতে হয়, এটা ইসলামি সংস্কৃতি। রাসুল (সা.) 'ইনশাল্লাহ' না বলায় তাঁর কাছে কিছুদিন 'ওহি' আসা বন্ধ ছিল। তাঁর ভাষণের এ সকল উক্তি দ্বারা তাঁর দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ, মানবতাবোধ, ইমানি

চেতনা ও আল্লাহর উপর অগাধ ভরসার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় এবং বোঝা যায় তাঁর ইমানি শক্তি কত মজবুত ছিল।

১০. উপসংহার

বঙ্গবন্ধু শৈশব থেকেই ধর্মীয় চেতনায় লালিত পালিত হয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা, অসহায়দের সাহায্য করা ও অধিকার বঞ্চিত বাঙালির জন্য সমূহ ত্যাগ স্বীকার করার দীক্ষা নিয়েছেন। প্রথমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখা এবং পরে সেই পাকিস্তানের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্বদানের সময়কালেও তিনি ইসলামি চেতনা ধারণ করতেন। ব্যক্তিগতভাবে ধর্মীয় অনুশাসন তিনি মেনে চলতেন। স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে মাত্র সাড়ে তিন বছরের সংক্ষিপ্ত শাসনামলে তিনি ইসলামের বিপুল খেদমত করেছেন। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা থাকার পরেও মুজিব ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামি অনুশাসনের প্রতি অগ্রসর হন। ইসলামি গোত্রগুলোর জোর দাবির প্রেক্ষিতে অ্যালকোহল তৈরি ও বিপণন এবং জুয়া খেলা নিষিদ্ধ করেন। 'বাংলাদেশ অরগানাইজেশন অব দি ইসলামিক কনফারেন্স' এবং 'ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের' সদস্যপদ গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৪ সালে লাহোরে ওআইসি সম্মেলনে যোগ দিতে যান; যা মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের সাথে কিছু মাত্রায় সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়তা করে। শেষ বছরগুলোতে তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ জয় বাংলা অভিবাদনের বদলে ধার্মিক মুসলমানদের পছন্দনীয় 'খোদা হাফেজ' বলতেন।[৭৫] জনসাধারণের সামনে উপস্থিতি ও ভাষণের সময় তিনি ইসলামিক সম্ভাষণ ও স্লোগান বাড়িয়ে দেন এবং ইসলামিক আদর্শের উল্লেখ করতে থাকেন। এ সবকিছু বঙ্গবন্ধুর জীবনে ইসলামি চেতনাবোধের প্রমাণ বহন করে। যা তাঁর জীবনে ইসলামি মূল্যবোধেরই বহিঃপ্রকাশ।

তথ্যসূচি:

---

১ মাযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, (বাংলা একাডেমি: মার্চ ১৯৭৪), পৃ. ১৪

২ তদেব, পৃ. ১৫

৩ তদেব, পৃ. ১৫

৪ ১৯৪০ সালে তিনি অল ইন্ডিয়া মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন ও বাংলা মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। তাছাড়া তিনি গোপালগঞ্জ মহকুমা মুসলিম লীগের ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারিও নির্বাচিত হন। মাযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, (বাংলা একাডেমি: মার্চ ১৯৭৪), পৃ. ১৫

৫ মাযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, পৃ. ১৩

৬ শেখ মুজিবুর রহমান, পিতা শেখ লুৎফর রহমান, পিতা শেখ আব্দুল হামিদ, পিতা শেখ তাজ মাহমুদ, পিতা শেখ মাহমুদ ওরফে তেকড়ী শেখ, পিতা শেখ জহির উদ্দিন, পিতা দরবেশ শেখ আউয়াল তিনি হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.) এর সঙ্গে ১৪৬৩ খ্রি. বঙ্গে আগমন করেন। অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম সাজু ও ড. মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, *ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৮),পৃ. ৫

৭ দরবেশ শেখ আব্দুল আউয়াল ওরফে শেখ বুরহানুদ্দীন হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.) সঙ্গে ১৪৬৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় এলাকায় আগমন করেন। অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম সাজু ও ড. মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, *ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু*, পৃ. ১৭

৮ "শেখ মুজিবের অধিকাংশ জীবনীকার তাঁর বিয়ের সময় সম্পর্কে দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এক সাক্ষাৎকারে আমাকে জানিয়েছেন যে অষ্টম শ্রেণিতে পাঠ্যাবস্থায় তিনি বিয়ে করেন।" মাযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, (বাংলা একাডেমি: মার্চ ১৯৭৪), পৃ. ২৩

৯ কলকাতায় ফরিদপুরবাসীদের একটি সংস্থা। প্রেসিডেন্ট ছিলেন কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট নবাবজাদা লতিফুর রহমান

১০ শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁকে এ দায়িত্ব দেন। মাযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, পৃ. ৫৯

১১ মাযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, পৃ. ১১৯

১২ শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথম সং., ২০১৪ খ্রি.); রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, *বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম* (ঢাকা : জনতা প্রকাশ, দ্বিতীয় সং., ২০১৪ খ্রি.); মোনায়েম সরকার ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি* (বাংলা একাডেমি: ফেব্রুয়ারি ২০০৮); ইশতিয়াক আলম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান* (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০০৬)

১৩ শেখ হাসিনা, *শেখ মুজিব আমার পিতা*, অগ্রপথিক, মহান স্বাধীনতা ও শোক দিবস সংখ্যা (ঢাকা: ইফাবা-১৯৯৭), পৃ. ৮

১৪ আজো আরব বিশ্বে বড়ো আলেমদের 'শেখ' বলা হয়। আমাদের দেশে মওলানা, মুফতি বা আল্লামা হিসেবে অভিহিত করা হয়।

১৫ শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ৩

১৬ সুরা হুদ: আয়াত ৬১

১৭ রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, *বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম* পৃ. ১৫

১৮ তদেব, পৃ. ১৬-১৯

১৯ অনুপম হায়াৎ, *বঙ্গবন্ধু ও তাঁর শিক্ষকগণ*, https://www.prothomalo.com/opinion/article/1550371/%E0

২০ রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, *বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম*, পৃ. ১৮০

২১ শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১৬৯

২২ সুরা আল-বাকারাহ: আয়াত ১৮৩

২৩ শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৭৫

২৪ শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ৯-১০

২৫ 'হিলফুল ফুজুল' আরবি শব্দ। এর বাংলা অর্থ শান্তিসংঘ। রাসুল নবুয়াত লাভের পূর্বে তরুণ বয়সে এ শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

২৬ শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১৫

২৭ তদেব, পৃ. ১৬

২৮ "হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ কাউকে অন্যায় করতে দেখলে শক্তি ও ক্ষমতা থাকলে হাত দ্বারা বাধা দিবে। যদি তা না থাকে তাহলে মুখ দিয়ে বাধা দিবে, যদি তাও না থাকে তবে উক্ত কাজকে মনে মনে ঘৃণা করবে। আর তা হলো সর্ব নিম্ন স্তরের ইমান।" বুখারি

২৯ শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৪০-২৪১

৩০ সৈয়দ আবুল মকসুদ জানিয়েছেন। অনুপম হায়াৎ, *বঙ্গবন্ধু ও তার শিক্ষকগণ*, https://www.prothomalo.com/opinion/article/1550371/%E0

৩১ শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৫৬

৩২ তদেব, পৃ. ১৮
৩৩ মাযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, পৃ. ৭৮-৭৯; নিগার চৌধুরী, *বাঙালি জাতীয়তাবাদ উদ্ভব ও বিকাশ* (ঢাকা : প্রথম প্রকাশ, ২০১৫) পৃ. ২৬০-২৬১
৩৪ মেজর নাসির উদ্দিন, *বাংলাদেশ বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর*, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী-২০১৮),পৃ. ৩১।
৩৫ রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, *বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম* পৃ. ১৭১
৩৬ সুরা আল-হুজরাত: আয়াত ০৯
৩৭ ইমাম ইয়াহইয়া আন-নববী, *রিয়াদুস সালেহীন* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, পঞ্চদশ সং., ২০০৪ খ্রি.) খণ্ড-১, পৃ. ১৭৪, হাদিস নং- ২০৩
৩৮ রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, *বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম* পৃ. ১৭০
৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১
৪০ সূরা আল-মায়িদাহ: আয়াত ৬৭
৪১ মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী, মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) ও তাঁর দ্বীনি দাওয়াত, বঙ্গানুবাদ মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ (ঢাকা: মুহাম্মদী বুক হাউজ), পৃ. ৮৫
৪২ রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, *বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম*, পৃ. ১৭৫
৪৩ রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, *বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম*, পৃ. ১৭৫
৪৪ মাওলানা ইসহাক ওবায়দী, *বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ধর্মচিন্তা*,অগ্রপথিক, জাতীয় শোক দিবস সংখ্যা, (ঢাকা: ইফাবা-১৯৯৮), পৃ. ১২৮
৪৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪
৪৬ সুরা আলে ইমরান: আয়াত ৯৭
৪৭ রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, *বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম*, পৃ. ১৭৪
৪৮ শামীম মোহাম্মদ আফজাল, শেখ হাসিনার প্রেরণায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, (ঢাকা: ইফাবা, ২০১৭), পৃ. ২৬
৪৯ 'হক্কানি' আরবি শব্দ। বাংলা অর্থ সত্যপন্থি। ইসলাম ধর্মে অল্পশিক্ষিত কিছুলোক যাদের কোনো ধর্মীয় পড়াশুনা নাই বরং লম্বা জামা পরে ধর্মচর্চা করে আবার কোথাও নেতৃত্বও দেয়। সাধারণ মানুষ এদের 'আলেম' বলে এদের কিছু কিছু ধর্মব্যবসায়ীও। 'হক্কানি' বলতে এ শ্রেণিকে বুঝানো হয়নি। বরং যারা সত্যিকারভাবে বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ তাদের 'হক্কানী আলেম' বলা হয়
৫০ শামীম মোহাম্মদ আফজাল, শেখ হাসিনার প্রেরণায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ. ২৬
৫১ রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, *বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম*, পৃ. ১৭৩
৫২ রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, *বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম* পৃ. ১৭৪
৫৩ তদেব, পৃ. ১৭৪
৫৪ ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস বঙ্গবন্ধুর সময়কাল* (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০০) পৃ. ৫৫
৫৫ ইমাম বুখারি, *সহীহ বুখারি*, অধ্যায় : আল-মুযারাআহ, অনুচ্ছেদ : ফাদলিয যারঈ ওয়াল গারছি ইযা উকিলা মিনহু (রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০৮ খ্রি.) পৃ. ১৮১, হাদীস নং-২৩২০
৫৬ রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, *বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম* পৃ. ১৭৪-১৭৫
৫৭ তদেব, পৃ. ১৭৬
৫৮ সুরা আল-মায়িদাহ: ৯০-৯১
৫৯ সুরা বনী ইসরাঈল: ৩২
৬০ রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, *বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম*, পৃ. ১৭৪
৬১ স্মরণিকা শোক দিবস সংখ্যা, ১৫ আগস্ট, ১৯৯৩। ঢাকা মহানগরী আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রকাশিত
৬২ শামীম মোহাম্মদ আফজাল, শেখ হাসিনার প্রেরণায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ. ২৬

৬৩ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার তারিখ সম্পর্কে দুই ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৯৭৫ সনের ২২ মার্চ এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে সঠিক তথ্য হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি উক্ত ঘোষণা অনুযায়ী অধ্যাদেশটি সরকারিভাবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয় ২৮ মার্চ ১৯৭৫ সনে। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত "বাংলাপিডিয়া" ১ম খণ্ডের ৪৪১ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে উল্লেখ হয়েছে "১৯৭৫ সনের ২২ মার্চ বায়তুল মোকাররম সোসাইটি এবং ইসলামিক একাডেমিকে একীভূত করে এক অধ্যাদেশবলে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন" প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ সনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন অ্যাক্ট প্রণীত হয়

৬৪ রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, *বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম*, পৃ. ১৭২-১৭৩

৬৫ সুরা মুমতাহিনা: আয়াত ৮

৬৬ ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-জানায়িয (বৈরুত : দারুল কুতুবিল আরাবী, তা.বি.) খণ্ড ৩, হাদিস নং-৩০৯৭

৬৭ Syed Amir Ali, *The Spirit of Islam* (Delhi : Low price publication, 1990) p. 212.

৬৮ অধ্যাপক কে. আলী, *ইসলামের ইতিহাস* (ঢাকা : আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৮৬) পৃ. ১৭৭

৬৯ মোঃ শামসুল কবীর খান, *বাংলাদেশের অর্থনীতি* (ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ২০০৪) পৃ. ৫০

৭০ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার* (আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৯৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর সংশোধিত, অনুচ্ছেদ-২৭) পৃ. ৮

৭১ মদিনার সনদে রাসুল (সা.) বিভিন্ন গোত্রকে সাথে নিয়ে মদীনার সংবিধান তৈরি করেছিলেন। যেমন: আউস গোত্র, খাজরাজ গোত্র, বনি মোস্তালিক ও বনিয়ামিন প্রমুখ গোত্র

৭২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১-১৮৫

৭৩ ড. হারুন-অর-রশিদ, *ছেষট্টি থেকে একাত্তর*, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রেক্ষাপট ও ঘটনা (ঢাকা : বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, এপ্রিল ২০০৯) পৃ. ৪৫

৭৪ 'ইনশাল্লাহ' অর্থ যদি আল্লাহ তায়ালা চান। এখানে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস জড়িত। আর তা হলে কোনো মানুষ নিশ্চিত করে বলতে পারে না আগামী দিন সে বাঁচবে। আল্লাহ তায়ালা যে কোনো সময় তার মৃত্যু দিতে পারেন। জীবন -মৃত্যুর মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালা। সুতরাং ভবিষ্যতে কোনো কিছু করার ইচ্ছা বা ঘোষণা দিলে বলতে হয় 'ইনশাল্লাহ' মানে যদি আল্লাহ চাহেন

৭৫ www.somewhereinblog.net/blog/banglarkantho/29657478, accessed 27/12/18